রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৪, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২১/০৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৩.৩৮০—বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী জনাব কাইয়ুম চৌধুরী গত ৩০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

২। জনাব কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৩২ সালে ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৫৪ সালে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ২০০০ সালে অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

৩। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকর্মে বাংলাদেশের গ্রাম, নিসর্গ ও নারীর প্রাণবন্ত রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। আবহমান বাঙ্গালির লোকজ ঐতিহ্য ও লোকায়ত জীবন তাঁর তুলিতে বাঙ্ময় ও সজীব হয়ে ওঠেছে। চিত্রকলার মাধ্যমে তিনি স্বদেশ ও সমকালের সঙ্কট ও জীবন-যন্ত্রণার রূপ তুলে ধরেছেন। রঙের ব্যবহার, ঐতিহ্য-জিজ্ঞাসা ও দেশ-আত্মার মর্মবেদনার অনুভবে তিনি এদেশের চিত্রকলার অঙ্গনে স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল।

৪। চারুকলার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৬৬ সালে তেহরান বাইএনিয়্যালে ইম্পেরিয়াল কোর্ট প্রাইজ; ১৯৮৩ সালে লাইপজিগ বুক ফেয়ার প্রাইজ; ১৯৯৪ সালে বঙ্গবন্ধু পদক; ২০০৭ সালে সুলতান পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। বইয়ের প্রচ্ছদের জন্য তিনি ঢাকাস্থ ন্যাশনাল বুক সেন্টার থেকে দশ বার প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে থিয়েটার গ্রুপ, ১৯৯১ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, ১৯৯১ সালে মাহবুবউল্লা জেবুন্নেসা স্মৃতি ট্রাস্ট এবং ২০১২ সালে ক্যালকাটা পেইন্টার্স সম্মাননা লাভ করেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কাইয়ুম চৌধুরী-কে ১৯৮৬ সালে একুশে পদক এবং ২০১৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৫। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের এগারো দফা আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁর চিত্রকর্মে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৬। বাঙ্গালির স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রতিটি গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অগ্রণী ভূমিকা জাতি চিরদিন গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। বিশিষ্ট এ চিত্রশিল্পীর মৃত্যুতে দেশের চারুকলা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

৭। নন্দিত চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২১/০১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

৮। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী জনাব কাইয়ুম চৌধুরীর মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২১/০১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২১ / ০১ ডিসেম্বর ২০১৪

বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী জনাব কাইয়ুম চৌধুরী গত ৩০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

জনাব কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৩২ সালে ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৫৪ সালে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ২০০০ সালে অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকর্মে বাংলাদেশের গ্রাম, নিসর্গ ও নারীর প্রাণবন্ত রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। আবহমান বাঙ্গালির লোকজ ঐতিহ্য ও লোকায়ত জীবন তাঁর তুলিতে বাঙ্ময় ও সজীব হয়ে ওঠেছে। চিত্রকলার মাধ্যমে তিনি স্বদেশ ও সমকালের সঙ্কট ও জীবন-যন্ত্রণার রূপ তুলে ধরেছেন। রঙের ব্যবহার, ঐতিহ্য-জিজ্ঞাসা ও দেশ-আত্মার মর্মবেদনার অনুভবে তিনি এদেশের চিত্রকলার অঙ্গনে স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল।

চারুকলার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৬৬ সালে তেহরান বাইএনিয়্যালে ইম্পেরিয়াল কোর্ট প্রাইজ; ১৯৮৩ সালে লাইপজিগ বুক ফেয়ার প্রাইজ; ১৯৯৪ সালে বঙ্গবন্ধু পদক; ২০০৭ সালে সুলতান পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। বইয়ের প্রচ্ছদের জন্য তিনি ঢাকাস্থ ন্যাশনাল বুক সেন্টার থেকে দশ বার প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে থিয়েটার গ্রুপ, ১৯৯১ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, ১৯৯১ সালে মাহবুবউল্লা জেবুন্নেসা স্মৃতি ট্রাস্ট এবং ২০১২ সালে ক্যালকাটা পেইন্টার্স সম্মাননা লাভ করেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কাইয়ুম চৌধুরী-কে ১৯৮৬ সালে একুশে পদক এবং ২০১৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের এগারো দফা আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁর চিত্রকর্মে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাঙ্গালির স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রতিটি গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অগ্রণী ভূমিকা জাতি চিরদিন গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। বিশিষ্ট এ চিত্রশিল্পীর মৃত্যুতে দেশের চারুকলা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

মন্ত্রিসভা নন্দিত চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd